৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

# বাংলাদেশ বিষয়াবলি

## লেকচার: 07

**Topic:**

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বাংলাদেশ বিষয়াবলি-০৭

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Show main menu

# বাংলাদেশের জনসংখ্যা

| জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান | |
|---|---|
| বিষয় | অবস্থান |
| সার্কভুক্ত দেশে | ৩য় |
| মুসলিম বিশ্বে | ৪র্থ |
| এশিয়ায় | ৫ম |
| বিশ্বে | ৮ম |

সূত্র: বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২১

## ✪ জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু তথ্য:

- ❑ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০১৮ সাল অনুযায়ী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্লোগান- 'ছেলে হোক, মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।'
- ❑ বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় ঢাকা অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৮০ সালে। বর্তমানে মেগাসিটির তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৯ম।
- ❑ জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক রবার্ট ম্যালথাস।
- ❑ মুসলিম জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ ইন্দোনেশিয়া।
- ❑ বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট করে UNFPA নামের একটি সংস্থা। UNFPA – United Nations Fund for Population Activities.
- ❑ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই।
- ❑ সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ জাপান। সর্বনিম্ন গড় আয়ুর দেশ সোমালিয়া।
- ❑ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি। আর, খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। যেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি।
- ❑ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি- পাসিংপাড়া, উচ্চতা ৩০৬৪ ফুট। এটি কিওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যা সমীক্ষা

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান:

১. NIPORT- National Institute of Population Research & Training(জনসংখ্যা গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান) ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত।

২. বিএনসিসি (BNNC): Bangladesh National Nutrition Council (বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ)। ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত।

৩. এনপিসি (NPC): National Population Council (জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ)। এটির প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

- ২০১১ সালের পঞ্চম আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৮৭,১৯১টি।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫%। দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি রংপুর বিভাগে ৪৭.৩% এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে ১৬.২%।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যা সমীক্ষা

- চরম/অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫%। চরম দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি রংপুর বিভাগে ৩০.৬% এবং সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে ৯%।
- বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠী মোবাইল অনুপ্রবেশের অন্তর্ভুক্ত।
- মানব উন্নয়ন সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম (১৮৯টি দেশের মধ্যে)।
- জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তম থানা - সাভার, ঢাকা
- জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতম উপজেলা - থানচি

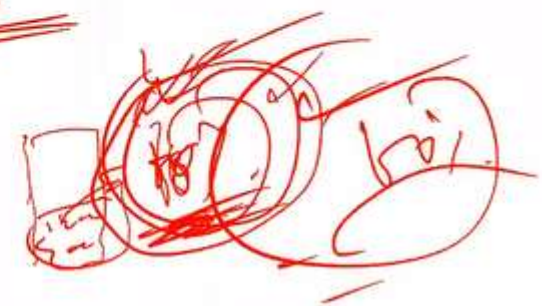

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যা সমীক্ষা

| বিষয় | অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ |
|---|---|
| জনসংখ্যা | ১৬৬.৫০ মিলিয়ন বা ১৬.৬৫ কোটি |
| পুরুষ ও মহিলা | ১০০.২৪ : ১০০ |
| জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার | ১.৩৭% |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১১২৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি) |
| স্বাক্ষরতার হার | ৭৪.৪% |
| স্থূল জন্মহার | ১৮.১ জন (হাজারে) |
| স্থূল মৃত্যুহার | ৪.৯ জন (হাজারে) |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যা সমীক্ষা

| বিষয় | অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ |
|---|---|
| শিশু মৃত্যুর হার | ২১জন (এক বছরের নিচে প্রতি হাজারে) |
| মাথাপিছু আয় | ২০৬৪ মার্কিন ডলার |
| ১৫-৫৯ বয়সের মানুষ (নির্ভরশীল জনসংখ্যা) | ৬৮ শতাংশ |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য | বিভাগ: বরিশাল (-০.১৩%)<br>জেলা: খুলনা (-০.২৫%), বাগেরহাট (-০.৪৭%), ঝালকাঠি (০.১৭%) |
| বাংলাদেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী | ৯৫% |

| প্রত্যাশিত গড় আয়ু | |
|---|---|
| উভয় | ৭২.৬ বছর |
| পুরুষ | ৭১.১ বছর |
| মহিলা | ৭৪.২ বছর |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# POLL QUESTION-01

✪ কোনটির প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী?

a) NIPORT

b) BNCC

c) NPC

d) কোনটিই নয়

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ লোকসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম স্থানে? [২৭তম, ১৫তম বিসিএস]

(ক) ৫ম (খ) ৭ম

(গ) ৮ম (ঘ) ১০ম

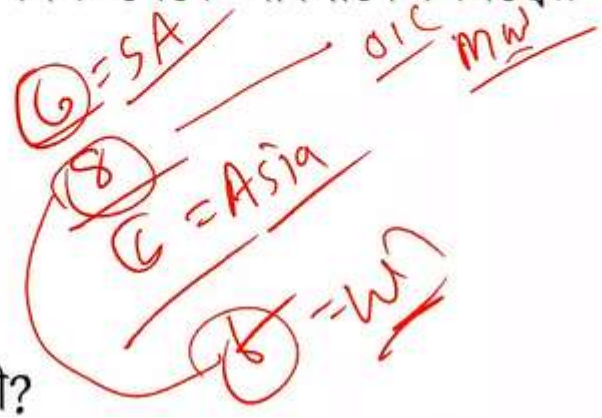

➲ NIPORT কী? [২৭তম বিসিএস]

(ক) জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (খ) পোল্ট্রি ফার্ম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(গ) নদীবন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ঘ) বন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# আদমশুমারি

একটি দেশের জনসংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করাকে আদমশুমারি বলে।

| ৫ম আদমশুমারি রিপোর্ট, ২০১১ (১৫-১৯ মার্চ) | |
|---|---|
| জনসংখ্যা | ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন বা প্রায় ১৪ কোটি ৯৮ লাখ (প্রায়) |
| পুরুষ | ৭,৪৯,৮০,৩৮৬ জন |
| মহিলা | ৭,৪৭,৯১,৯৭৮ জন |
| পুরুষ : মহিলা | ১০০.৩ : ১০০ |
| জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার | ১.৩৭% |
| সাক্ষরতার হার | ৫১.৮% |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১০১৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি) |
| ঘনত্ব বেশি (বিভাগ হিসেবে) | ঢাকা (১৫২১ জন, প্রতি বর্গ কি.মি) |
| ঘনত্ব কম (বিভাগ হিসেবে) | বরিশাল (৬৩০ জন, প্রতি বর্গ কি.মি) |
| ঘনত্ব বেশি (জেলা হিসেবে) | ঢাকা (৮২২৯ জন, প্রতি বর্গ কি.মি) |
| ঘনত্ব কম (জেলা হিসেবে) | বান্দরবান (৮৭ জন, প্রতি বর্গ কি.মি) |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# আদমশুমারি

| ৫ম আদমশুমারি রিপোর্ট, ২০১১ (১৫-১৯ মার্চ) | |
|---|---|
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি (বিভাগ হিসেবে) | সিলেট (২.২১%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম (বিভাগ হিসেবে) | বরিশাল (২.১৮%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি (জেলা হিসেবে) | গাজীপুর (৫.২১%) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম (জেলা হিসেবে) | বাগেরহাট (-০.৪৭%) |
| প্রতি পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা | ৪.৪ জন |
| আয়তনে বড় জেলা | রাঙ্গামাটি |
| আয়তনে ছোট জেলা | নারায়ণগঞ্জ |

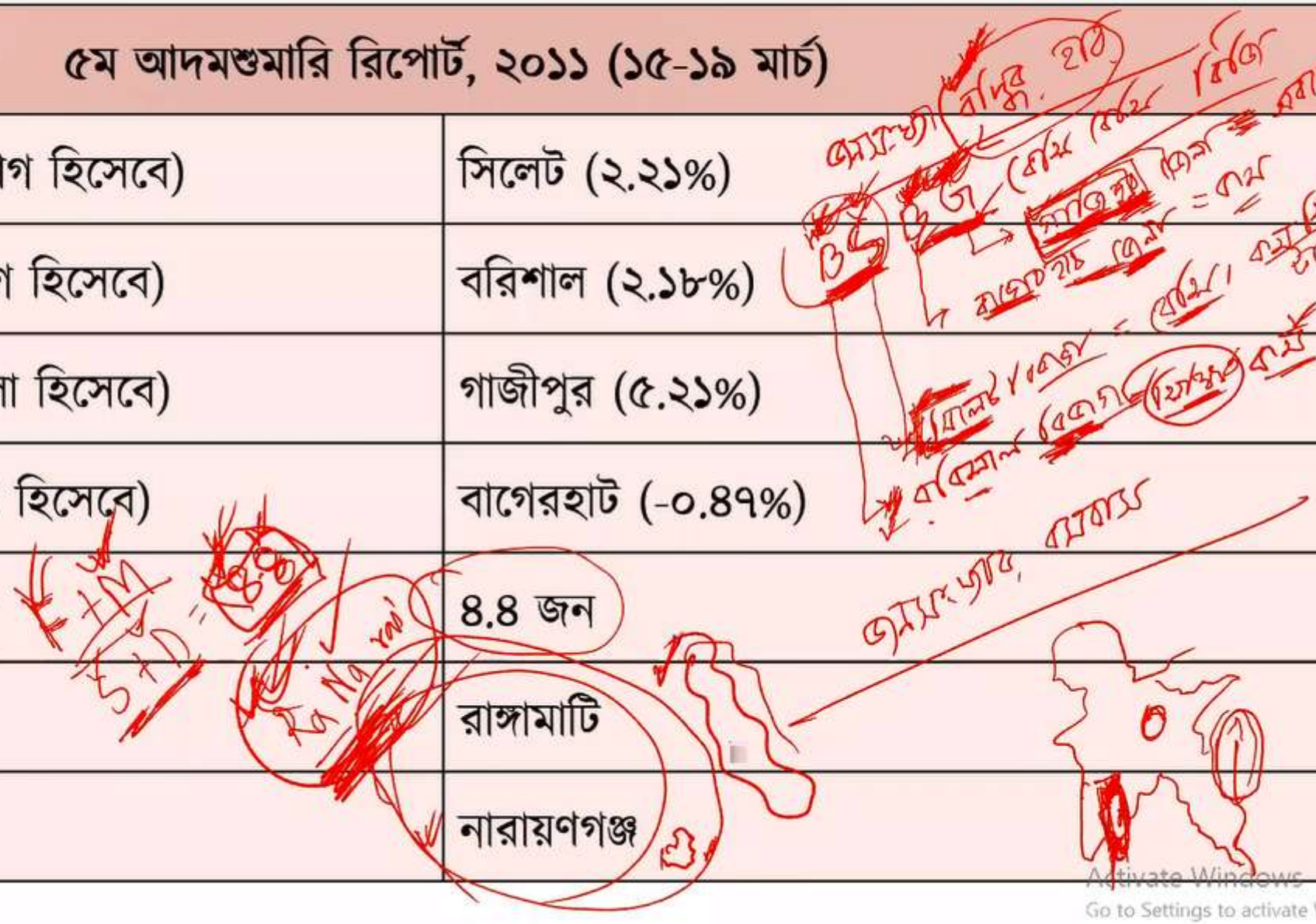

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# আদমশুমারি

| প্রশাসনিক স্তর | জনসংখ্যা অনুসারে | | আয়তন অনুসারে | |
|---|---|---|---|---|
| | ক্ষুদ্রতম | বৃহত্তম | ক্ষুদ্রতম | বৃহত্তম |
| বিভাগ | বরিশাল | ঢাকা | ময়মনসিংহ | চট্টগ্রাম |
| জেলা | বান্দরবান | ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | রাঙ্গামাটি |
| উপজেলা | থানচি (বান্দরবান) | গাজীপুর সদর | বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) | শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) |
| থানা | বিমানবন্দর (ঢাকা) | গাজীপুর সদর | ওয়ারী (ঢাকা) | শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) |
| পৌরসভা | কোটালিপাড়া (গোপালগঞ্জ) | বগুড়া সদর | ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) | বগুড়া সদর |
| ইউনিয়ন | হাজিপুর (দৌলতখান, ভোলা) | ধামসানী (সাভার, ঢাকা) | হাজিপুর (দৌলতখান, ভোলা) | সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি) |

সূত্র: ৫ম আদমশুমারি ও গৃহ ব্যবস্থাপ

উত্তরণ

# আদমশুমারি

## ➲ ৬ষ্ঠ আদমশুমারি:

- ৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম দেয়া হয় জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২১। গণনা শুরুর নির্ধারিত সময় ছিলো ২-৮ জানুয়ারি ২০২১। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে ৬ষ্ঠ আদমশুমারীর সময় পিছিয়ে ২৫-৩১ অক্টোবর করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে ডিজিটাল জনশুমারি করা হবে পপুলেশন এ্যান্ড হাউজিং সেনশাস-২০২১ প্রকল্পের আওতায়।
- ৬ষ্ঠ আদমশুমারিতে প্রথম প্রবাসী ও দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের গণনা করা হবে।
- মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA- National Aeronautics and Space Administration কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# আদমশুমারি

➲ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ❑ বিশ্বের প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয় ১৭৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে।
- ❑ ১৮০১ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম দশ বছর পরপর আদমশুমারি প্রথা চালু হয়।
- ❑ উপমহাদেশে বা ব্রিটিশ লর্ড মেয়ো'র আমলে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি শুরু হয় ১৮৭২ সালে।
- ❑ পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে প্রথম আদমশুমারি হয়।
- ❑ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে।
- ❑ আদমশুমারি পরিচালনা করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' (BBS)।
- ❑ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫ বার আদমশুমারি হয় ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালে।
- ❑ প্রতি ১০ বছর পরপর আদমশুমারি হয়ে থাকে।
- ❑ কিন্তু ২য় আদমশুমারি ৭ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# আদমশুমারি

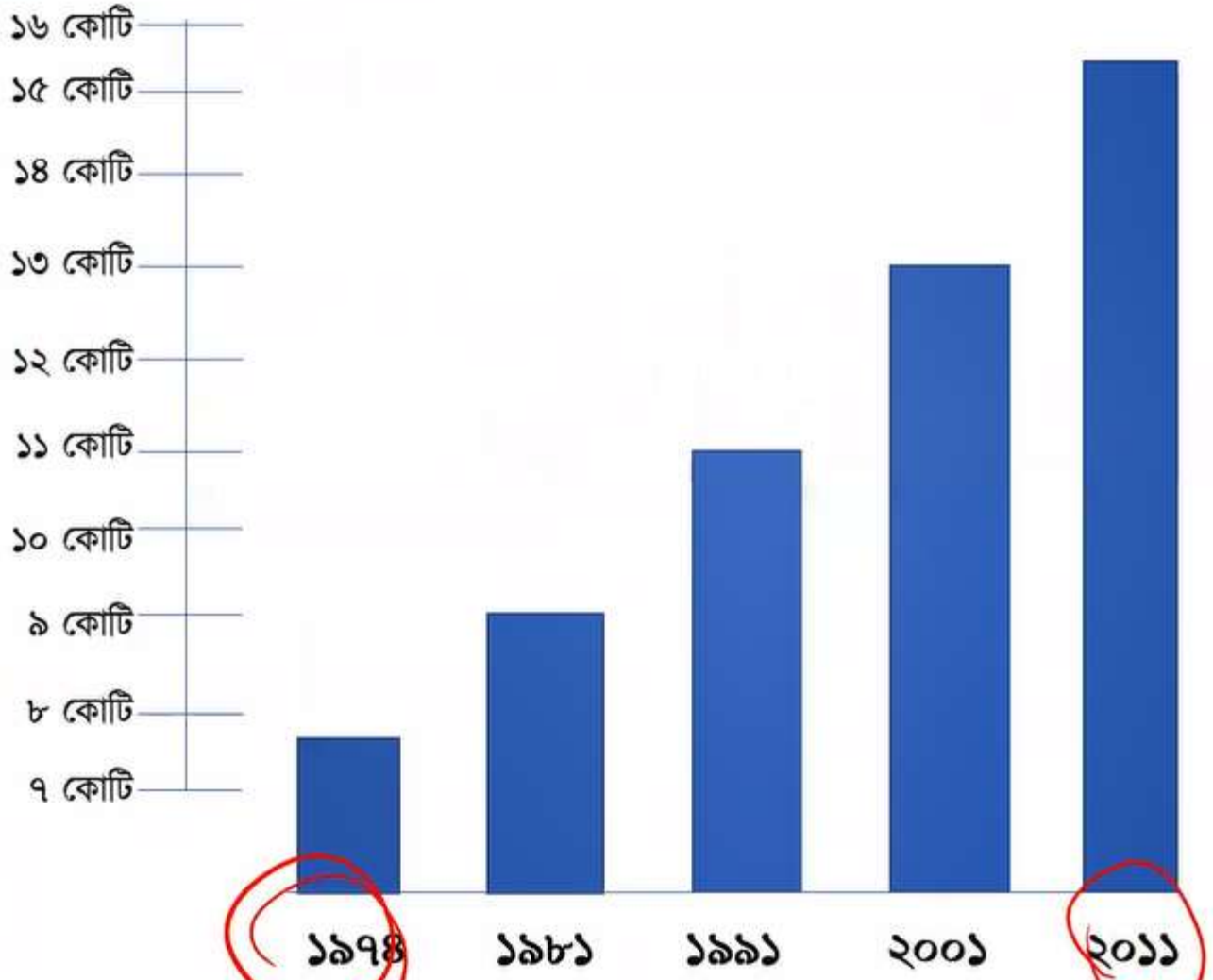


চিত্র: ৫টি আদমশুমারির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

উত্তরণ

# POLL QUESTION-02

✪ ৫ম আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা কত?

(a) ৮৭,১৮১টি

(b) ৮৮,০০০টি

(c) ৬৮,০০০টি

(d) ৮৭,৫০১টি

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– [৪০তম, ৩৮তম, ৩৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে (গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে

➲ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে Household প্রতি জনসংখ্যা– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) ৪.৪ জন (খ) ৫.০ জন (গ) ৫.৪ জন (ঘ) ৫.৫ জন

➲ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী–পুরুষের অনুপাত– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) ১০০:১০৬ (খ) ১০০:১০০.৬ (গ) ১০০:১০০.৩ (ঘ) ১০০:১০০

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# মেগাসিটি ও মেটাসিটি

## ➲ মেগাসিটি

- ❑ মেগাসিটি হল ১ কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- ❑ বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় ঢাকা সর্বপ্রথম যুক্ত হয় ১৯৮০ সালে।
- ❑ জাতিসংঘের তথ্যানুসারে বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের ৯ম মেগাসিটি।
- ❑ বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা ৩৪%।
- ❑ জাতিসংঘের তথ্যানুসারে বর্তমানে বিশ্বে মেগাসিটি ২৮টি।

## ➲ মেটাসিটি

- ❑ মেটাসিটি হল- ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- ❑ বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষ মেগাসিটি ও মেটাসিটি- টোকিও, জাপান।
- ❑ জাতিসংঘের তথ্যানুসারে বর্তমানে বিশ্বে মেটাসিটি মোট ৭ টি। টোকিও (জাপান), নয়াদিল্লি (ভারত), সাংহাই (চীন), মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো), সাও পাওলো (ব্রাজিল), মুম্বাই (ভারত), ওসাকা (জাপান)।

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যা সমস্যা

## ➲ জনসংখ্যা সমস্যা:

"যদি কোন দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে অধিক হয়, জনসংখ্যার সেই পরিস্থিতিকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।" – রবার্ট ম্যালথাস

## ➲ জনসংখ্যা সমস্যার কারণ:

| ভৌগোলিক | সামাজিক | অর্থনৈতিক | রাজনৈতিক |
|---|---|---|---|

## ➲ জনসংখ্যা নীতি:

১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে।
"দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়।" (২০১১)
"ছেলে হোক মেয়ে হোক, একটি সন্তানই যথেষ্ট।" (২০১৬)

## ➲ কাম্য জনসংখ্যা:

"Optium population is that which gives the maximum income per head." - Dalton

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# জনসংখ্যার বোনাস যুগ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকলে ঐ অবস্থাকে জনসংখ্যার বোনাস যুগ বলে।

**বয়সঃ** ১৫-৬৪ বছরের মধ্যে।

কমতে থাকে ১-১৫ এর নিচে বয়সী জনসংখ্যা।

**সময়ব্যপ্তিঃ** ৩০-৪০ বছরের জন্য বিদ্যমান।

**বিশেষত্বঃ** জনসংখ্যা সুবিধা।

**বাংলাদেশঃ** ২০১২ সালে বোনাস যুগে প্রবেশ করে।

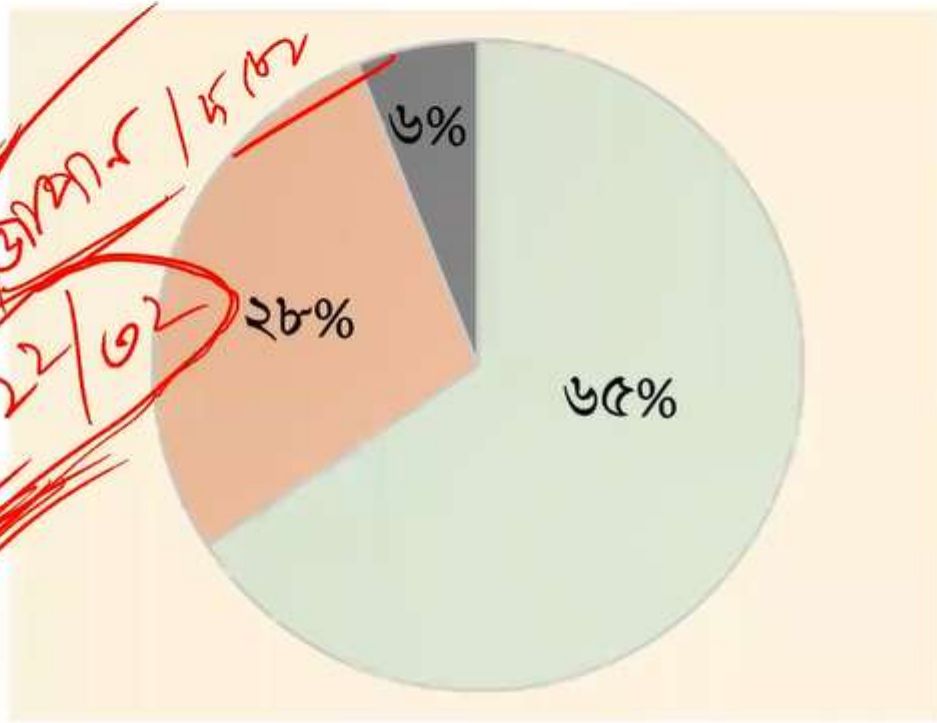


**জাতিসংঘ মতে,**

- ❑ বর্তমানে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ তরুণ।
- ❑ দেশে প্রতি ৩ জনে ২ জন উপার্জনক্ষম।
- ❑ আগামী ২৫-৩০ বছর তরুণরাই উৎপাদনশীলতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

**সফল উদাহরণ** চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া

**ব্যর্থ উদাহরণ** আফ্রিকার দেশসমূহ।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# POLL QUESTION-03

✪ মেটাসিটির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কত?

a) ৩য়

b) ৪র্থ

c) ৫ম

d) কোনটিই নয়

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

- **আদিবাসী:** সাধারণত কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশকারী বা দখলদার জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যার বসবাস করত এবং এখনো করে; যাদের নিজস্ব আলাদা সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ আছে তারাই আদিবাসী।

- **উপজাতি:** উপজাতি বলতে এমন জনগোষ্ঠীগুলোকে বুঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কিন্তু নিজস্ব একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.১% উপজাতি।

"উপজাতি হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত।" – বিজ্ঞানী টেলর।

আদিবাসী/উপজাতি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী আদিবাসী জনগণকে "উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" হিসেবে অভিহিত করেছে সরকার। সরকারি ঘোষণাকে প্রত্যাখান করেছে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম | ভাষা | উৎসব |
|---|---|---|---|---|
| চাকমা | রাঙামাটি, বান্দরবান,খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার | বৌদ্ধ | চাকমা | বিঝু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা |
| ত্রিপুরা | রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা | সনাতন | ককবোরক | বৈসুক (বর্ষবরণ), সামৌং (ভোজনানুষ্ঠান) |
| গারো | ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও গাজীপুর | খ্রিষ্টান | মান্দি খুসিক, আচিক খুসিক | ওয়ানগালা |
| মারমা/মগ | বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি , কক্সবাজার, পটুয়াখালী | বৌদ্ধ | আরাকানি | সাংগ্রাই (বর্ষবরণ) |
| খিয়াং | বান্দরবান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম | বৌদ্ধ | রেংমিটসা | সাংলান |
| রাখাইন | পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম | বৌদ্ধ | মারৌও, র‍্যামর্য | জলকেলি, সাংগ্রাং |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম | ভাষা | উৎসব |
|---|---|---|---|---|
| সাঁওতাল | রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | সনাতন ও খ্রিষ্টান | সাঁওতালি | সান্দ্রে, সোহরাই |
| ওঁরাও | কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | জড়োপাসক | কুঁড়খ/সাদরি | ফাগুয়া, কারাম |
| লুসাই | খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি | খ্রিষ্টান | লুসাই | মনকুট, বসন্ত উৎসব |
| খাসিয়া | সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট | খ্রিষ্টান | বর্মী | স্ল্যাম থাইমি |
| মুরং/ম্রো | বান্দরবান | তোরাই | ম্রো | মুৎসলোং/ ছিয়াছত-প্লাই, ক্লবপাই |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম | ভাষা | উৎসব |
|---|---|---|---|---|
| মণিপুরী | মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট | বৈষ্ণব | বিষ্ণুপ্রিয়া/মৈতৈই | মহারামলীলা, রাসোৎসব |
| রাজবংশী | রংপুর, শেরপুর | প্রকৃতি পূজারী | কামতাপুরী | হুদুমা পূজা, ব্যাঙের বিয়ে |
| মুণ্ডা | খুলনা, সাতক্ষীরা ও সুন্দরবন এলাকায় | বৈষ্ণব বা প্রকৃতি পূজারী | মুণ্ডারী | সারদুল বা সারজুন |
| মাহাতো | জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সনাতন | সহরায় | |
| রবিদাস | সিলেট, হবিগঞ্জ, নওগাঁ | সনাতন | মাঘী পূর্ণিমা | |
| পলিয়া | রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী | সনাতন | দুর্গাপূজা | |
| তঞ্চঙ্গ্যা | বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার | বৌদ্ধ | বিষু | |

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম |
|---|---|---|
| চাক | বান্দরবান | বৌদ্ধ |
| খুমি | বান্দরবান | বৌদ্ধ |
| বম | বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি | খ্রিষ্টান |
| পাহান | মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের মধ্যবর্তী স্থান | সনাতন |
| ভুঁইমালী | জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ | সনাতন |
| মাহালী | রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া | খ্রিষ্টান |
| মুশহর | হবিগঞ্জ | সনাতন |
| রানা কর্মকার | জয়পুরহাট | সনাতন |

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম |
|---|---|---|
| লহরা | জয়পুরহাট | সনাতন |
| কুর্মি | সিলেট, মৌলভীবাজার | সনাতন |
| কোচ | শেরপুর | সনাতন |
| খাড়িয়া | শেরপুর | সনাতন |
| পাত্র | সিলেট | সনাতন |
| বর্মণ | টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ | সনাতন |
| বীন | সিলেট | সনাতন |

# উপজাতি

| উপজাতি | অবস্থান | ধর্ম |
|---|---|---|
| বোনাজ | সিলেট, মৌলভীবাজার | সনাতন |
| ভূমিজ | সিলেট, মৌলভীবাজার | সনাতন |
| শবর | মৌলভীবাজার | সনাতন |
| হালাম | হবিগঞ্জ | সনাতন |
| রাঁজোয়াড় | জয়পুরহাট | |
| কন্দ | মৌলভীবাজার | |
| পাংখোয়া | রাঙ্গামাটি, বান্দরবান | |

# POLL QUESTION-04

✪ ডালু উপজাতিরা কি ধর্মে বিশ্বাসী?

a) সনাতন

b) বৈষ্ণব

c) বৌদ্ধ

d) মুসলিম

উত্তরণ

# উপজাতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ৫০টি

(সরকারি গেজেট ২৩ মার্চ, ২০১৯)

উত্তরণ

# উপজাতি

**চাকমা:** বাংলাদেশে বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা। এদের সংখ্যা ৪,৪৪,৭৪৮ জন। পার্বত্য রাঙামাটি জেলায় সবচেয়ে বেশি বসবাস করে। আদিবাস- আরাকান ও নেপাল। এদের গ্রামকে আদাম বলে, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে মৌজা গঠিত। এদের শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি (৭২%)। পিনন ও হাদি এ জনগোষ্ঠীর প্রিয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক। হাদিকে থামিও বলা হয়। এদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও ভাষা আছে।

**সাঁওতাল:** এরা ২য় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সাঁওতালরা বাংলাদেশের দ্বি-ভাষী ও সমতলের বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী। প্রাচীনকাল থেকেই সাঁওতালরা এদেশে বসবাস করে আসছে। সাঁওতালরা দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে বাস করে। রাজশাহী এবং বগুড়া অঞ্চলেও কিছু সংখ্যক সাঁওতাল আছে। সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলে 'বোংগা'। এদের প্রধান দেবতা হচ্ছে সূর্যদেব। ঝুমুর গান ও নাচ সাঁওতালদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন সিদু মাঝি ও কানু মাঝি



উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

**মারমা:** এরা বহু পূর্বে 'মগ' নামে পরিচিত ছিল। ১৯৬১ সালে আদমশুমারির সময় মগ নাম থেকে মারমা নাম ধারণ করে। এদের সংখ্যা ২,০২,৯৭৪ জন। বৌদ্ধ পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা এ জাতিগোষ্ঠীর প্রধান উৎসব। মারমা উপজাতিরা চিম্বক পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে। মারমা আদিবাসীদের গ্রামকে কার্বারি নামে অভিহিত করা হয়।

**গারো:** এরা মাতৃতান্ত্রিক। এদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই। ভাষার নাম মান্দি। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক গারোই নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেন। গারোদের ভাষায় মান্দি শব্দের অর্থ হল 'মানুষ'। তাদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। এদের প্রধান দেবতার নাম তাতারা বারুগা। গারোরা পুরোহিতকে কামাল বলে। সালজং (Saljong) তাদের উর্বরতার দেবতা। গারোরা সংখ্যায় ৮৪,৫৬৫ জন। তাদের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতির নাম জুম চাষ।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

উত্তরণ

# উপজাতি

**খাসিয়া:** মাতৃতান্ত্রিক নৃ-গোষ্ঠী। এরা মনখেমো ভাষায় কথায় বলে। খাসিয়া গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত। বাড়িতে অতিথি এলে পান সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করে। খাসিয়ারা বিয়ে না করাকে পাপ হিসেবে দেখে।

**মণিপুরী:** মণিপুরী জাতি ভারত ও বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নাম। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্যে। বাংলাদেশের মণিপুরীরা তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং স্থানীয়ভাবে তারা-(১) মণিপুরী বা মৈতৈ, (২) মণিপুরী মুসলমান বা পাঙাল ও (৩) মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া বা বিষ্ণুপুরিয়া নামে পরিচিত। মণিপুরী সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম দিক হলো মণিপুরী নৃত্য যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বর্তমানে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় মণিপুরী জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

উত্তরণ

# উপজাতি

➲ **অন্যান্য উপজাতিদের নাম:** পাহাড়ি মালপাহাড়ি, পাত্র, কড়া, গুর্থা, তেলি, তুরি, বাগদী, বানাই, বড়াইক, বেদিয়া, ভিল, ভূমিজ, মালো, লোহার, হুদি, হো, খারিয়া, খেড়োয়ার।

➲ **বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতি:** মাওরি, পিগমী, নিগ্রো, টোডা, আফ্রিদি, কুর্দী, শেরপা, মুরা, নাগা, জুলু, ককেসীয় ইত্যাদি।

➲ **বেদে:** সাধারণভাবে বাদিয়া বা বাইদ্যা নামে পরিচিত একটি ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী। কথিত আছে যে, ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শরণার্থী আরাকানরাজ বল্লাল রাজার সাথে এরা ঢাকায় আসে। পরবর্তীকালে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। এরা প্রথমে বিক্রমপুরে বসবাস শুরু করে এবং পরে সেখান থেকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামেও তারা ছড়িয়ে পড়ে। বেদের আদি নাম মনতং। বছরের অধিকাংশ সময় বিশেষ করে ফসল তোলার মৌসুমে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এরা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে পরিভ্রমণ করে। এই পরিভ্রমণকে বেদেদের ভাষায় গাওয়াল বলে।

➲ **মাওরী:** এরা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# POLL QUESTION-05

✪ মগ নৃ-গোষ্ঠী সমতল এলাকায় কি নামে পরিচিত?

a) রাখাইন

b) মারমা

c) মুরং

d) খিয়াং

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

## ➲ বিভিন্ন উপজাতিদের দেবতার নাম

| উপজাতি | দেবতাদের নাম |
|---|---|
| মুরং | ওরেং, থুয়াং, সুংথিয়াং |
| সাঁওতাল | সিং বোঙ্গা বা সূর্য, মারাং বুরু, ওরাক, মোরেইকো |
| হাজং | হিন্দুদের প্রায় সব দেব দেবী |
| টিপরা | হিন্দুদের কিছু কিছু দেবতা |
| খাসিয়া | উব্লাই নাংমোউ, উব্লাই মতং, উব্লাই সংসপাহ, উরিং কেউ, কায়িহ |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

➲ **বৈসাবি উৎসব:** উপজাতিদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হলো বৈসাবি। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান বার্ষিক উৎসব। ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমা ও রাখাইনদের সাংগ্রাই, চাকমা ও তঞ্চঙ্গাদের বিঝু, এই তিনটি উৎসবের তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে 'বৈসাবি' নামের উৎপত্তি। চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন এবং নববর্ষের প্রথমদিনকে ঘিরে বৈসাবি উৎসব পালিত হয়।

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশের মোট উপজাতি সংখ্যা | ৫০টি |
| সবচেয়ে বড় উপজাতি গোষ্ঠী | চাকমা (২ লাখ ৫৩ হাজার) |
| দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি গোষ্ঠী | সাঁওতাল |
| বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম উপজাতি গোষ্ঠী | পাঙন |
| মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি | গারো ও খাসিয়া |
| উপজাতিদের ভাষার সংখ্যা | ৩২টি |
| উপজাতিদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলে | বৈসাবি |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

## ➲ উপজাতিদের প্রতিষ্ঠান:

- ❑ উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান ৮টি। উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ৩টি (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান)।
- ❑ একমাত্র উপজাতি সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত বিরিশিরি, নেত্রকোণা। এটি প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা ১৬ আগস্ট ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❑ উপজাতিদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

| নাম | অবস্থান | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি | মৌলভীবাজার | ১৯৭৬ |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি | বিরিশিরি, নেত্রকোনা | ১৯৭৭ |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট | রাঙামাটি | ১৯৭৮ |
| কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র | কক্সবাজার | ১৯৯৪ |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট | খাগড়াছড়ি | ২০০৩ |
| রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি | রাজশাহী | - |
| রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট | রামু, কক্সবাজার | - |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

## ➲ আরো কিছু তথ্য:

- ❑ বাংলাদেশের সংখ্যায় সবচেয়ে কম- খুমী ও চাক উপজাতি।
- ❑ বিশ্ব আদিবাসী দিবস ৯ আগস্ট।
- ❑ বাংলাদেশের উপজাতির সংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১০% (৫ম আদমশুমারি অনুযায়ী)। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭,৯৭,৪৭৭ (৫০.২৮%) ও নারীর সংখ্যা ৭,৮৮,৬৬৪ (৪৯.৭২%)।
- ❑ সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে রাঙামাটি জেলায়। সবচেয়ে কম মেহেরপুর জেলায়।
- ❑ মুসলিম নৃ-গোষ্ঠী পাঙন, লাওয়া, বিনদ।
- ❑ ধর্মের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ৪৫.৩৬%, হিন্দু ২৭.৭৩%, খ্রিষ্টান ১৩.৩২%, মুসলিম ২.৬৪% এবং অন্যান্য ১০.৯৫%।
- ❑ ভাওয়ালি ও মৌয়ালিরা সুন্দরবনে বসবাস করে।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

- ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে জুম্মা খান নামে চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি ১৩টি।
- টংক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট উপজাতি- হাজং। হাজং-দের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলন রয়েছে।
- যারা বাঁশ, খড় দিয়ে ঘর বানায় তাদের ছইয়াল বলে।
- পুরুষেরা নিজেদের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে- তঞ্চংগা উপজাতি।
- প্রকৃতি পূজারী উপজাতি- মুণ্ডা ও রাজবংশী।
- একমাত্র জড় উপাসক- ওঁরাও।
- বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী উপজাতি- ডালু ও মণিপুরী।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে।
- উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত।

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# উপজাতি

## ➲ আরো কিছু তথ্য:

- ❑ লিখিত বর্ণমালা নেই সাঁওতালদের।
- ❑ মগ নৃ-গোষ্ঠী ২টি নামে পরিচিত- সমতল এলাকায় রাখাইন এবং পাহাড়ি এলাকায় মারমা।
- ❑ মঙ্গোলীয় উপজাতিরা মগরা নামে পরিচিত।
- ❑ মগদের আদি নিবাস ছিল আরাকান (মিয়ানমার)।
- ❑ খিয়াং-রা ঈশ্বরকে বলে হ্লাদাগা।
- ❑ চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম ফেবো। এইটি ২০০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়।
- ❑ উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গেরিলা সংগঠনের নাম শান্তিবাহিনী। এর প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।
- ❑ শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান- জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও শান্তি চুক্তি

- ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজা জালাল খান মুঘলদের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের বিনিময়ে স্বাধীনভাবে রাজ্যে শাসনের অধিকার লাভ করে।
- ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে প্রশাসন বহির্ভূত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলে বিভক্ত করা হয়।
- ১৯৪৭ সালে পাক ভারত স্বাধীন হলে চাকমাগণ রাঙামাটিতে এবং বোমাংগণ বান্দরবানে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।
- পাকিস্তান কাপ্তাই লেক প্রকল্প গ্রহণ করলে অনেক ভূমি জলমগ্ন হয়ে অসংখ্য উপজাতি ভূমিহীন হয়ে পড়ে।
- স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র লারমা এ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।
- ১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা স্বাক্ষর করেন।

# POLL QUESTION-06

✪ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি কোথায় অবস্থিত?

a) রাঙ্গামাটি

b) খাগড়াছড়ি

c) বিরিশিরি

d) নীলগিরি

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম (খ) সিলেট (গ) ময়মনসিংহ (ঘ) টাঙ্গাইল

➲ চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রাঙ্গামাটি জেলায় (খ) খাগড়াছড়ি জেলায় (গ) বান্দরবান জেলায় (ঘ) সিলেট জেলায়

➲ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? [৩৮তম, ২১তম, ২০তম, ১৯তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯৩ (খ) ১৯৯৭ (গ) ১৯৯৯ (ঘ) ২০০১

➲ যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) শেরপুর (খ) ময়মনসিংহ (গ) সিলেট (ঘ) নেত্রকোণা

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) রাখাইন (খ) মারমা (গ) পাঙন (ঘ) খিয়াং

➲ খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) বারাং (খ) পাড়া (গ) পুঞ্জি (ঘ) মৌজা

➲ হাজংদের অধিবাস কোথায়? [২৮তম বিসিএস]

(ক) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা (খ) কক্সবাজার ও রামু

(গ) রংপুর ও দিনাজপুর (ঘ) সিলেট ও মণিপুর

➲ কোন বাংলাদেশি উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক? [২৫তম, ১৪তম বিসিএস]

(ক) মারমা (খ) খাসিয়া (গ) সাঁওতাল (ঘ) গারো

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের? [২২তম বিসিএস]

(ক) রাঙ্গামাটি (খ) রংপুর (গ) কুমিল্লা (ঘ) সিলেট

➲ বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতির নাম– [১৭তম বিসিএস]

(ক) সাঁওতাল (খ) মাওরি (গ) মুরং (ঘ) গারো

➲ ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তার নাম– [১৭তম বিসিএস]

(ক) রাজা ত্রিদিব রায় (খ) রাজা ত্রিভুবন চাকমা (গ) জুম্মা খান (ঘ) জান বখশ খাঁ

➲ চাকমা শরণার্থীদের দ্বিতীয় দফায় ১ম দিন অর্থাৎ ২১ জুলাই, ১৯৯৪ তারিখে কতজন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন? [১৬তম বিসিএস]

(ক) ৩৮৭ জন (খ) ৩৭৫ জন (গ) ৩৫৭ জন (ঘ) ৩৭৮ জন

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

➲ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তর বিশিষ্ট:

| শিক্ষার ধরন | শিক্ষার স্তর | বয়স | শ্রেণি |
|---|---|---|---|
| প্রাথমিক | প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক | ৫ বছর থেকে শুরু | ১ম-৮ম |
| মাধ্যমিক | মাধ্যমিক | ১১-১৫ বছর | ৯ম-১০ম |
| | উচ্চ মাধ্যমিক | ১৬-১৭ বছর | ১১শ-১২শ |
| উচ্চ শিক্ষা | বিশ্ববিদ্যালয় | ১৮ বছর থেকে শুরু | -- |

➲ ৫টি শিক্ষা কমিশন

| ক্রম | শিক্ষা কমিশন | প্রতিষ্ঠাকাল |
|---|---|---|
| ১ম | কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন | ১৯৭২ |
| ২য় | মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন | ১৯৮৮ |
| ৩য় | শামসুল হক শিক্ষা কমিশন | ১৯৯৭ |
| ৪র্থ | এম.এ. বারি শিক্ষা কমিশন | ২০০২ |
| ৫ম | মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন | ২০০৩ |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

## ➲ শিক্ষা প্রশাসন:

| শিক্ষা প্রশাসন | তথ্য |
|---|---|
| প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) | ▪ DPE– Directorate of Primary Education<br>▪ প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করে।<br>▪ প্রধান কর্মকর্তা– মহাপরিচালক। |
| ব্যানবেইস (BANBEIS) | ▪ BANBEIS– Bangladesh Bureau of Educational Informational and Statisitics<br>▪ অবস্থিত– নীলক্ষেত, ঢাকা। |
| জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) | ▪ National Academy for Primary Education |
| জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একাডেমি (নায়েম) | ▪ NAEM– National Academy For Educational Management<br>▪ অবস্থিত– ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রতিষ্ঠা– ১৯৫৯ সালে।<br>▪ এটি শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিংয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। বিসিএস শিক্ষা কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। |

★ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB= National Curriculum and Textbook Board)– এটি শিক্ষাক্রম বা সিলেবাস উন্নয়ন ও পরিমার্জনের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ। এটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত।

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

## ➲ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য:

- ☞ বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৪% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০২০)
- ☞ সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি বরিশাল বিভাগ এবং সবচেয়ে কম সিলেট।
- ☞ বাংলাদেশের মোট নিরক্ষরমুক্ত জেলা ৭টি। প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা মাগুরা ও সর্বশেষ সিরাজগঞ্জ।
- ☞ বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা 'মাগুরা'–র সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম 'বিকশিত'।
- ☞ দেশে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক দিবস হিসেবে পালিত হয় ১ জানুয়ারি।
- ☞ উপমহাদেশে প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজ যা ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ☞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৭,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন ১৯৭৩ সালে।
- ☞ দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯৯০ সালে।
- ☞ সারাদেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু হয় ১লা জানুয়ারি ১৯৯৩।
- ☞ বাংলাদেশে মোট শিক্ষা বোর্ড ১১ টি।
- ☞ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ৯টি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ১টি ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১টি।
- ☞ দেশের প্রথম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা।
- ☞ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে ঢাকার আগারগাঁও এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ।
- ☞ বাংলাদেশের সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ১৪টি।

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

## ➲ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:

- ☞ ১৯২১ সালের ১ জুলাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।
- ☞ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ☞ প্রথম চ্যান্সেলর বা আচার্য– লওরেন্স জন লাম'লে ডানডাস; প্রথম উপাচার্য– পি জে হার্টস।
- ☞ উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম এবং বাঙালি উপাচার্য– স্যার এ.এফ রহমান।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন– অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং ভাষা আন্দোলনের সময় উপাচার্য ছিলেন– ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ☞ ১৯১২ সালের নাথান কমিশনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ☞ প্রতিষ্ঠাকালীন অনুষদ ছিল ৩টি।
- ☞ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ সালে কার্জন হল প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
- ☞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন।
- ☞ ইতিহাস বিভাগে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অবস্থিত।
- ☞ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

## ➲ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:

- ☞ ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ☞ প্রাচ্যের ক্যামব্রিজ খ্যাত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়।
- ☞ ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহশালা – বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।
- ☞ এই জাদুঘরটি ১৯৬৪ সাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আসছে।
- ☞ ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে যুক্ত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধের স্মারক 'সাবাশ বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটি সিনেট ভবনের দক্ষিণ চত্বরে অবস্থিত। প্রয়াত শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এটি তৈরি করেন।

## ➲ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়:

- ☞ ১৯৬১ সালে ভেটেরিনারি ও কৃষি অনুষদ নামে দু'টি অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।
- ☞ বাংলাদেশের প্রথম এবং শীর্ষতম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
- ☞ এই ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রথম কৃষি জাদুঘর।
- ☞ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শস্যের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।
- ☞ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৬০ বছরে পদার্পণ করে ২০২০ সালে।

## ➲ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়:

- ☞ কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের প্রথম ও শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
- ☞ ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজা ঢাকা সার্ভে স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালের ১ জুন তারিখে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

## বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:

| তথ্য | সংখ্যা |
|---|---|
| সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫৩টি |
| বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ১০৭টি |
| সরকারি মেডিকেল কলেজ | ৩৮টি |
| সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | ৫টি |
| সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ | ১৫টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৫, ৬২০টি |
| সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬১০টি |
| পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ৫২টি |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ৬৪টি |
| আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় | ০৩টি |

# POLL QUESTION-07

✪ দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়-

a) ১৯৯৩ সালে

b) ১৯৯০ সালে

c) ১৯৯৫ সালে

d) ২০০১ সালে

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ যে বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) ঢাকা বিভাগ (খ) রাজশাহী বিভাগ (গ) বরিশাল বিভাগ (ঘ) খুলনা বিভাগ

➲ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [৩১তম, ২৯তম, ২২তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) ১৯১১ সালে (খ) ১৯২১ সালে (গ) ১৯৩১ সালে (ঘ) ১৯৪১ সালে

➲ শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিংয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান কোনটি? [২৬তম বিসিএস]

(ক) বিয়াম (খ) নায়েম (গ) টিটিসি (ঘ) ইউজিসি

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ উপমহাদেশীয়দের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর– [২৫তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
(খ) ড. মাহমুদ হাসান
(গ) ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
(ঘ) স্যার এ এফ রহমান

➲ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন? [১৯তম বিসিএস]

(ক) ড. এস ডি চৌধুরী
(খ) ড. কাজী ফজলুর রহিম
(গ) ড. ওসমান গণি
(ঘ) অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ

➲ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কোন সালে? [১৩তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৩ সালে (গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৫৫ সালে

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা

## ➲ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৫ সালে এটি স্থাপিত হয়। ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। EPI: Expand Programme on Immunization. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক পরিচালিত টিকাদান কর্মসূচি। এটি ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে চালু হয়। EPI-কর্মসূচির মোট টিকা হলো ১০টি।

| রোগের নাম | টিকার নাম | রোগের নাম | টিকার নাম |
|---|---|---|---|
| যক্ষা | বিসিজি | পোলিও মাইলাইটস | ওপিভি |
| ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি | পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিটিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব) | হাম ও রুবেলা | এমআর টিকা |
| নিউমোকক্কাস নিউমোনিয়া | পিসিভি ভ্যাকসিন | হাম | হামের টিকা |

★ **টেস্টটিউব শিশু:** প্রথম টেস্টটিউব শিশুর জন্ম হয় ৩০ মে, ২০০১ সালে। একসাথে জন্ম নেওয়া তিনটি শিশুর নাম দেওয়া হয় হীরা, মণি ও মুক্তা। এই শিশুর মায়ের নাম ফিরোজা বেগম। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরোজা বেগমের কনসালটেন্টের সময় ডা. ফাতেমা পারভীন তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

# বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা

## ➲ তথ্য কণিকা:

- ☞ বাংলাদেশের প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশু 'অপ্সরা' জন্মগ্রহণ করে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে।
- ☞ পোলিও টিকা ইপিআই প্রোগ্রামে দেয়া হয় না।
- ☞ পোলিও রোগটি বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশকে ২০১৪ সালে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হয়।
- ☞ জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে মোট ৬টি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়।
- ☞ বাংলাদেশে ১০০০ জন শিশু জন্ম দিতে ১.৭৬ শতাংশ মা প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে।
- ☞ বাংলাদেশকে জলবসন্ত মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৭৭ সালে।
- ☞ খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করে icddr,b
- ☞ দেশের একমাত্র মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল ১৯৫৭ সালে (১৩৩ একর জমির উপর) পাবনার হেমায়েতপুরে তৈরি করা হয়।
- ☞ WHO দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'Healthy City' হিসেবে চট্টগ্রাম মহানগরীকে ঘোষণা করে।

# বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা

## ➲ তথ্য কণিকা:

☞ বর্তমানে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১৩৮৬১টি। [সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর]

☞ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০-এর তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক প্রতি জনসংখ্যা ১৭২৪ জন।

☞ বাংলাদেশে পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র আছে ১৫টি।

☞ ঢাকার মহাখালীতে কলেরা হাসপাতাল অবস্থিত (বর্তমানে icddr,b)।

☞ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য দেশের প্রথম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়'।

☞ বর্তমানে বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি।

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১ম) ।

২. রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২য়) ।

৩. চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যলয় (৩য়) ।

৪. সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (৪র্থ) ।

৫. শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (৫ম)।

# POLL QUESTION-08

✪ নিউমোকক্কাস নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়-

a) বিসিজি টিকা

b) পিসিভি টিকা

c) ওপিভি টিকা

d) এমআর টিকা

উত্তরণ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়– [৪০তম বিসিএস]

(ক) ১৩ হাজার ১২৫ টি
(খ) ১৩ হাজার ১৩০ টি
(গ) ১৩ হাজার ১৩৬ টি
(ঘ) ১৩ হাজার ১৪৬ টি

➲ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোন মহিলা টেস্টটিউব শিশুর মা হন? [২৭তম বিসিএস]

(ক) পারভীন ফাতেমা
(খ) ফিরোজা বেগম
(গ) রওশন জাহান
(ঘ) কানিজ ফাতেমা

➲ প্রথম টেস্টটিউব বেবিত্রয় কবে ভূমিষ্ট হয়? [২৪তম বাতিল বিসিএস]

(ক) ২৭মে
(খ) ২৪ মে
(গ) ৩০ মে
(ঘ) ৩১মে

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়